কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 JUN 2016 ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝুঁকিতে ৫৫ স্কুল

সুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

সুনামগঞ্জের হাওরে সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক বরাবর জেলা শিক্ষা অফিসের পাঠানো প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলার ১১টি উপজেলার ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত। উপজেলাভিত্তিক অন্যূন ৩-৬ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় শিরোনামে পাঠানো প্রতিবেদনে প্রতিটি উপজেলায় পাঁচটি করে বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিদ্যালয় ভবনগুলো নির্মাণে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের লোকজনের সংশ্লিষ্টতা না থাকায় ঠিকাদাররা নিম্নমানের কাজ করেছে। ফলে কয়েক বছর যেতে না যেতে ছাদ চুইয়ে পানি পড়া, মেঝে দেবে যাওয়া, দরজা-জানালা ভেঙে যাওয়াসহ বিদ্যালয় ভবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আহ্বানের পরিপ্রক্ষিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় গত বছরের ২ আগস্ট প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের সহকারী পরিচালক বরাবর একটি প্রতিবেদন পাঠায়। ওই প্রতিবেদনে ৫৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করে ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মতে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত সদর উপজেলার বিদ্যালয়গুলো হলো জগজীবনপুর, হোছনপুর, মঙ্গলকাটা, শাহপুর ও বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দোয়ারাবাজার উপজেলার আকিলপুর, সোনাপুর, বেরী, যাদুকাটা ও এরুয়াখাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বিশ্বম্ভরপুর আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফতেপুর-নোওয়াগাঁও, বালারগাঁও, পাণ্ডামারা, উপজেলা সদর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছাতক উপজেলার নোওয়াগাঁও, পীরপুর, বারকাহন, কোনবাড়ি ও চানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাহিরপুর উপজেলার ইউনুছপুর, নোয়াবন্দ, পাকাবিতিওর জালাল প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুক্তিয়ারগাঁও ও শ্রীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জামালগঞ্জের হটামারা, কান্দিগাঁও, পশ্চিম মদনাকন্দি, শান্তিপুর, পশ্চিম রাজারপুর, ধর্মপাশা উপজেলার দুর্গাপুর, ঘাসী, শান্তিপুর, বানারশিপুর ও নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মির্জাকান্দা, হাটি ইয়ারাবাদ, গুয্যানি, জাতগাঁও, মুক্তারপুর ও বাহারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিরাই উপজেলার এলংজুড়ি, দত্তগ্রাম, চন্দপুর, বাউঁশি ও কেজাউড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর উপজেলার বাগময়না, বারকাপন, মিরপুর মহল্লা, জয়নগর ও হিজলা নাদামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস, মড়মোহা, পার্বতীপুর, তেঘরিয়া ও ধামোধরতপি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সূত্রমতে, প্রতিবেদনে এসব বিদ্যালয় সংস্কারের বদলে নতুন করে নির্মাণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে অধিদপ্তর কিছু জানায়নি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় সংস্কারে সাড়া পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, তাহিরপুর উপজেলার রতনশ্রী পূর্বপাড়া, রতনশ্রী, বড়দল নতুনহাটি, উক্তিয়ারগাঁওসহ ধর্মপাশা, দিরাই, শাল্লা, জামালগঞ্জ ও দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার হাওরবেষ্টিত গ্রামগুলোর অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ও মেঝেতে গর্ত রয়েছে। তা ছাড়া দরজা-জানালাও ভাঙা। ২০০৯ সালে নির্মিত সদর উপজেলার নারাইনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থাও বেহাল। কাজ নিম্নমানের হওয়ায় দুই বছর পরই দরজা-জানালা ভেঙে গেছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঠিকাদাররা নামমাত্র কাজ করায় বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা বেহাল বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়।

এর আগে ২০১৪ সালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের এক প্রতিনিধি বিভাগীয় সম্মেলনে সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে এলজিইডির ঠিকাদাররা যাচ্ছেতাই কাজ করে বলে অভিযোগ করেন। প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজ না হওয়ায় কয়েক বছর যেতে না যেতে ভবনে সমস্যা দেখা দেয় বলে অভিযোগ তাঁর।

তাহিরপুর রতনশ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কুলন চক্রবর্তী বলেন, 'আমার বিদ্যালয়টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে নির্মিত ভবনটির ওপর দিয়ে পানি পড়ে। দরজা-জানালা ভাঙা। পুরো বিদ্যালয়ের মেঝের মাটি সরে গেছে বহুদিন আগে। বারবার এ দুরবস্থার কথা জানিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. হযরত আলী বলেন, 'অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫টি বিদ্যালয় নতুন করে নির্মাণের জন্য আমরা অধিদপ্তর বরাবর প্রতিবেদন দিয়েছি।'